কোনান
দ্য বারবারিয়ান
PARTHA ARANYADEB RELEASE
LINSNER 2004
নেরগালের থাবা

স্ট্যান লী-র নিবেদন **কোনান দ্য বারবারিয়ান**

রয় থমাস — লেখক/সম্পাদক

জন বুশেমা/আরনি চুয়া — যৌথ চিত্রাঙ্কণ

(কোনান–যাঁদের মানস পুত্র)
রবার্ট এরভিন হাওয়ার্ড/ লিন কার্টার — মূল কাহিনী

পার্থ মুখার্জী — বাংলা অনুবাদ/সৃজন

নেরগালের থাবা

হ্যাঁ!কোনান একা একজন মানুষ।যে, এই হিংস্র সেনা দলকে একা হাতেই শেষ করছে।ওর ঘোড়ার পায়ে তীর না বিঁধলে ও আজ এখানে থাকত না।
বীরের হাতে অস্ত্র থাকলে ইতিহাস সৃষ্টি করতে কতক্ষণ?

তরবারি নিষ্কোশিত করলেই তার মনে জেগে ওঠে রক্তের স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা!তখন সে বোঝে একটাই যুক্তি-হয় মারো নয় মর!

তার বাহুতে চলে আসে অদম্য শক্তি।ধমণী,প্রতিটা শিরা উপশিরায় ঝঙ্কৃত হয় মৃত্যুর তান্ডব নৃত্য!সে নিজেই পরিণত হয় এক বিধ্বংসী অস্ত্রে!

তখন হাজার হাজার সেনাও তার কাছে নগণ্য বলেই মনে হয়!
কী হ'ল!তোমাদের উদ্যম শেষ নাকি? হা হা হা !তোমাদের মায়েরা কী তোমাদের জল মেশানো দুধ খাইয়ে বড় করেছে ? পালাচ্ছ কোথায় ? আমাকে শান্তি দেবে না ?
আমার রাজ্য সিমেরিয়াতে প্রত্যেক মা তাদের গর্ভ থেকে পুরুষ সিংহের জন্ম দেয়।তাই ছোটো থেকেই তারা রক্তের স্বাদ পায়।সেখানে নারীকে পণ্য নয়, দেবী জ্ঞানে পুজো করা হয়!

রণ উন্মাদনায় মত্ত কোনানের সম্বিৎ ফিরলে,চারিদিকে তাকিয়ে দেখল পর্বতের উপরি ভাগে সে ছাড়া আর কোনো জীবিত প্রাণী নেই...
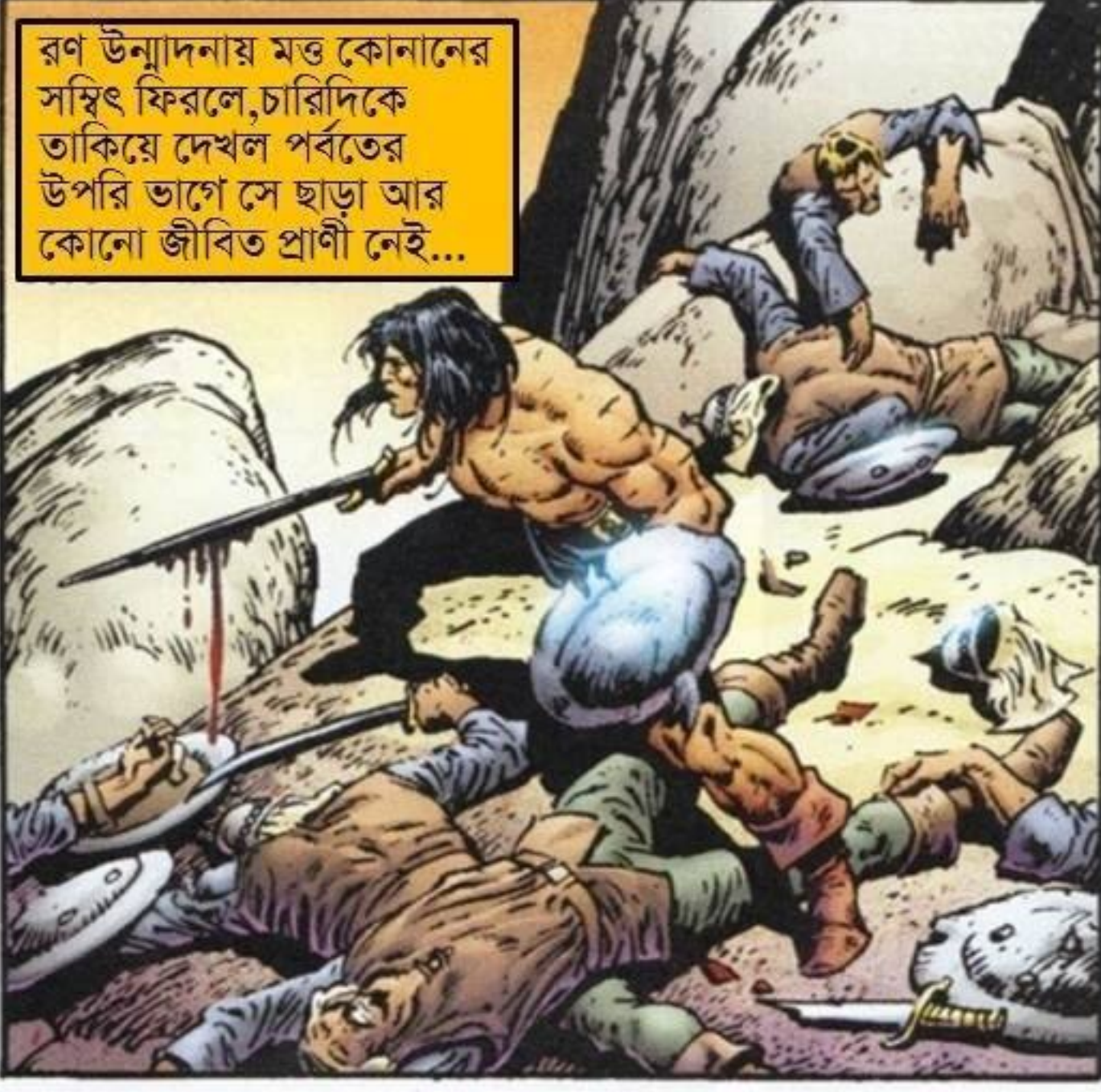
কিছু সময় পরে তরোয়ালের ওপর ভর দিয়ে ও নিজের দুই বাহুকে বিশ্রাম দিতে চাইল...
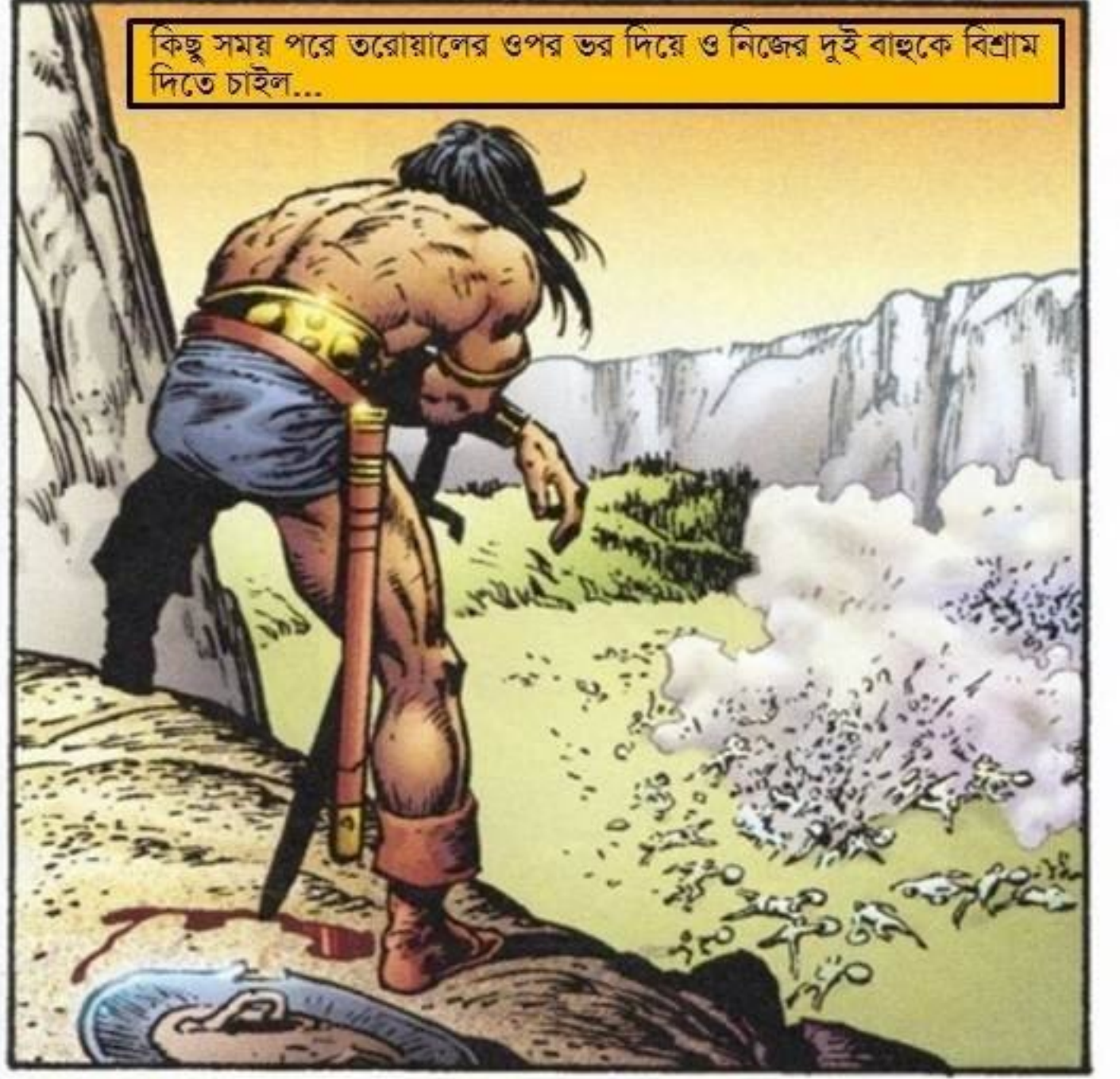
বিশ্রামরত অবস্থায় ও নিজের গলায় ঝোলান রহস্যময় লকেট জাতীয় বস্তুটা দেখতে লাগল,যেটা ও গতকাল বাহারিয়া বাজার থেকে পেয়েছিল!

হঠাৎ কোনান ওপরে তাকিয়ে আকাশে দেখল...

দিগন্ত কালো করে এক ঝাঁক নাম না জানা...
উড়ুক্কু দানবীয় জীবের আগমন ঘটতে চলেছে!
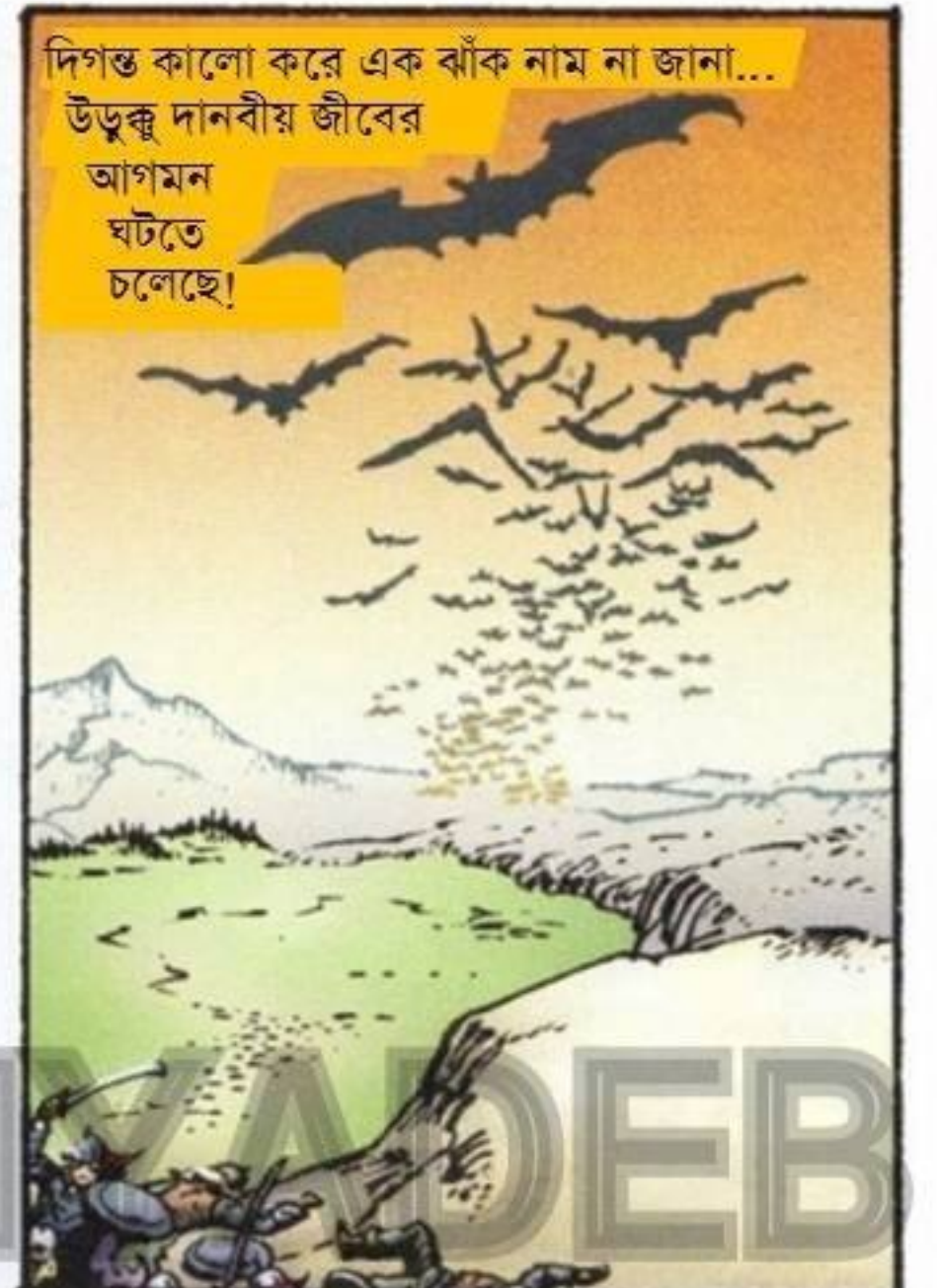
যারা চোখের পলকে রক্ত লোলুপ শিকারীর ন্যায় পর্বতের পাদদেশে থাকা বেশ কিছু সৈন্যের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেরদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে উদরসাৎ করতে লাগল!
চারিদিকে গুঞ্জরিত হতে লাগল শিকার ও শিকারীর রোহর্ষক তান্ডব সঙ্গীত!
জান্তব উল্লাস আর মনুষ্য আর্তনাদের মিলিত সরগম!
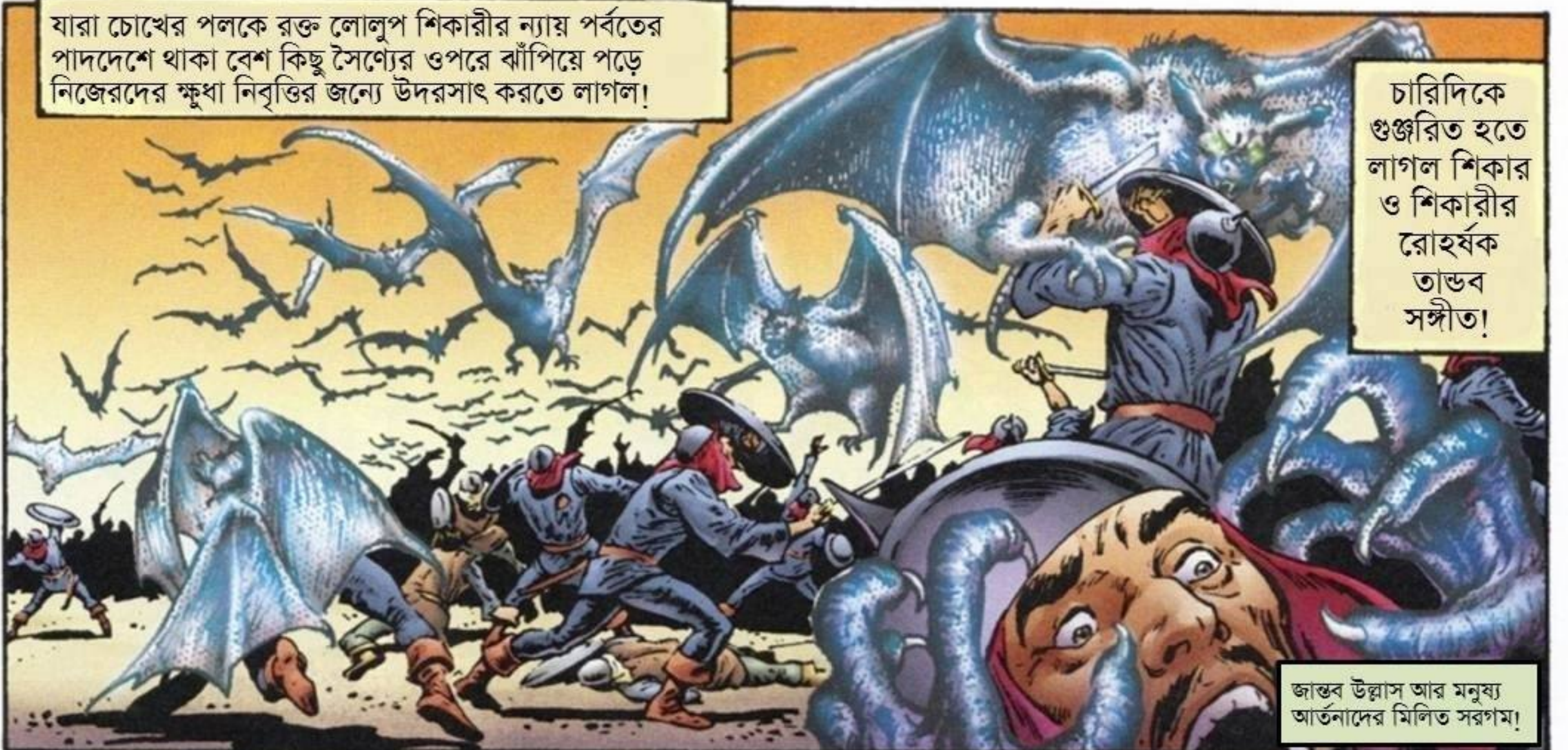
মর নিকৃষ্ট জীব!মর!
এদিকে সুলতানের সেনাপতি **বাকরা অব আকিফ**-এর ভয় মিশ্রিত আর্তনাদ ক্রমে বেড়েই চলেছিল...
ওর তরবারি অনেক গুলো অদ্ভুত জীবকে নিকেশ করলেও...আহত একটা জীব ওর দিকে এগোচ্ছিল...

...কাছে...আরো কাছে...ভীষণ আতঙ্ক ওকে গ্রাস করছিল...তাও বাকরা প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল.....কিন্তু

শেষ পর্যন্ত বাকরার পরাজয় ঘটল!অতীব আতঙ্কে ওর হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে গেল...
আর সেই সুযোগে জীবটা নিজের উদরপূর্তি করে নিল।

সেনাপতির বিভৎস মৃত্যু সংবাদ শুনে তুরিয়ান সৈণ্যরা উন্মাদের মত পালাতে লাগল!

উড়ন্ত বিভীষিকাদের হাত থেকে যারা বেঁচে গেল,তারা পাহাড়ের গায়ে একটা অংশে এসে জমায়েত হ'ল।
তারা নিশ্চিন্ত ছিল!

কিন্তু একটা প্রবাদ আছে,জলে কুমির ডাঙায় বাঘ'সৈণ্যদের নিশ্চিন্ত ভাব হঠাৎ কেটে গেল,পরিচিত বর্বর কণ্ঠস্বর শুনে...ওদের রক্ত শীতল হয়ে গেল
দাঁড়াও!পিতৃপরিচয় হীন ঘৃণ্য জীবরা!

ক্রম দেবতার দিব্যি!আমার তরবারি আবার পিপাসার্ত!ওর পিপাসা মেটাব তোমাদের রক্তে!

কোনানের চোয়াল ছিল পাথরের মত শক্ত...চোখ ছিল আগ্নেয়গিরির লাভার মত অগ্নিভ...কন্ঠে ছিল বজ্রনির্ঘোষ!
মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়!
নিয়তিকে লঙ্ঘণ করা মানুষের অসাধ্য!
আমি তোমাদের সাক্ষাৎ যম!
আমার বারবারিয়ান রক্তের শপথ আজ এই উপত্যকায় তোমাদের অন্তিম শয্যা সজ্জিত করব আমি...আর কতটা বর্বর হতে পারি আমিসেটাও দেখাব!
ক্রুদ্ধ কোনানের অজান্তেই সেই অদ্ভুদ জীব ওর পেছনে হাজির হ'ল-

আওয়াজ শুনে পেছনে তাকাতেই কোনান দেখল,সেই বাদুড়রূপী আতঙ্ক ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত...
সেটা দেখে ভীত সৈণ্যেরা পালাল!

কোনান বিস্ফারিত চোখে দেখল জীবগুলো জীবিত নয় অশরীরী...
...কারণ অস্ত্র দিয়ে প্রহার করতেই অস্ত্র ওটার শরীরের আরপার হয়ে গেল!যেন জীবটা হাওয়ার তৈরী।
হে ইসতার আর মিত্রা দেবী!একী?

হঠাৎ তরোয়ালটা প্রচন্ড শীতল হয়ে গেল!কোনানের সারা শরীর সেই শীতলতায় কেঁপে উঠল!
আর মহাবীরের হাত থেকে অদ্ভুতভাবেই সেটা খসে মাটিতে পড়ে গেল!

সেই অশরীরী জীবের দেহ ধোঁয়ার কুন্ডলী থেকে আবার তৈরী হতে লাগল!
জীবটার সবুজ চোখ ওর ক্রুরতাকে ইঙ্গীত করছিল!
আর করাল মুখের ব্যাদন অমানুষিক ক্ষুধার পরিচায়ক ছিল!

জীবটা দ্রুত পায়ে নিজের শিকারের দিকে এগোতে লাগল!শিকারের ভীতি ওটা আঁচ করতে পেরেছিল!
কোনান তরবারি নেওয়ার জন্যে এগোল।
কিন্তু সেটা তখনও শীতল ছিল!
খুবই শীতল!

জীবটা আচমকা কোনানকে নিজের ডানার মধ্যে জড়িয়ে নিল!
হে ক্রম দেব!
কোনান নিজের উপাস্য দেবতা ক্রমের নাম স্মরণ করল!
হয়তো সেই প্রার্থনার জোরেই ঘটে গেল একটা অদ্ভুত ঘটনা...

কোনান নিজের অজান্তেই গলার উজ্জ্বল লকেটটা জীবটার সামনে তুলে ধরল।
লকেটটা স্পর্শ করা মাত্রই ওর শরীরের শীতল ভাবটা কেটে গিয়ে ধমণী দিয়ে গরম রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল...

লকেটটা স্পর্শ করা মাত্রই ওর শরীরের শীতল ভাবটা কেটে গিয়ে ধমণী দিয়ে গরম রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল.......

ওর শরীর এত গরম হয়ে গেল যে সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে গেল!

এদিকে সেই উষ্ণতা জীবটা সহ্য করতে না পেরে কোনানকে ছেড়ে দিয়ে পাগলের মত চিৎকার করল!
ওর বিশালকায় ডানা যুগল বাতাসের বুকে আঘাত করতে লাগল...

বেগতিক বুঝে জীবটা পালিয়ে যেতেই,মানসিক চাপ মুক্ত কোনান ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল!
ওর দূর্বল মাংসপেশীগুলো ওর শরীরের ভার নিতে অক্ষম ছিল...
ফলে ও অচৈতণ্য হয়ে গেল!

যেন অন্ধকারে তলিয়ে গেল...

অনেক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ওর জ্ঞান ফিরতে লাগল!
উত্তপ্ত সূর্য রশ্মিতে ও তাকাতে পারছিল না!

অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে নিজের শরীরটা বয়ে নিয়ে চলতে লাগল মহাবলী!
যতক্ষণ ও অজ্ঞান ছিল, চারপাশের দৃশ্য বদলে গেছিল।কোনান দেখল ওর হাতে মৃত সেনাদের দেহ শকুনেরা খুবলে খাচ্ছে।চারিদিকে ওদের অস্থি-কঙ্কালের স্তূপ তৈরী হয়েছে!
কয়েক ঘন্টা আগেও যেখানে অস্ত্রের ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছিল,এখন সেখানে মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছে!
কিন্তু শ্রান্ত কোনান সে বিষয়ে আর ভ্রূক্ষেপ না করে,নিজের পথে চলতে লাগল!

ওর মনে হচ্ছিল,ও যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে চলেছে।মরুভূমির শুষ্কতার মতো ওর গলাও শুকিয়ে গেছিল।
টলতে টলতে ও এসে পৌঁছাল নেযভায়া নদীর বাঁকে!

নদীর ঠান্ডা জলে পিপাসার্ত কোনান এক প্রকার ঝাঁপিয়ে পড়ে পেট ভরে জল খেয়ে নিল।স্নান করে জুড়িয়ে নিল নিজের দৈত্যকার পেশীবহুল শরীর।

কিন্তু হঠাৎই ওর কানে এল ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট একটা যন্ত্রনা কাতর ধ্বণি!

গতকাল রাতের অশরীরীরা অদৃশ্য হয়েছে অনেক আগেই...সুলতানের সেনাদলেরও কেউ আর বেঁচে নেই...
তাহলে এই ধ্বণির উৎস কী?

কোনান ভাবতে লাগল, ...কোনো তুরানিয়ান ওর তরবারির ধার থেকে বেঁচে যায়নি তো?
বা কোনো জীব এই বিশাল ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে নেই তো?..

কিন্তু কোনান তৃতীয় সম্ভাবনার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না... ওর চোখ বিস্ময়ে অভীভূত হয়ে গেল...কারণ সেই যন্ত্রণাকাতর ধ্বণির উৎস ছিল...

এক নারী দেহ...

এক মুহূর্ত ভেবেই কোনান সেই নারীকে সাহায্যের জন্যে ঝুঁকে পড়ে তার দেহের ক্ষত গুলো দেখতে লাগল।ঠিক তখনই...
বাদুড়...ওই... ওই... বাদুড়গুলো..!
ওরা চলে গেছে,এখানে একমাত্র আমিই আছি,দেবী!
আমি একজন সিমেরিয়ান আমার নাম কোনান।

কো... কোনান ?
আরে!এটাই তো সেই নামটা!আমার প্রভুর আদেশে...
আমি তো তোমাকে খুঁজতেই এখানে এসেছিলাম

আমাকে খুঁজতে? মানে ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না! তার আগে বলুন আপনি কে দেবী?
আর আপনার প্রভু কে? ধীরে ধীরে বলুন!

আমাকে দয়া করে দেবী বোলোনা!আমার নাম হিলডিকো,জাতিতে ব্রাইথুনিয়ান।প্রভু অ্যাটালিস-এর দাসী আমি।যিনি ইয়ারালেট-এর বাসিন্দা!
ইয়ারালেট?ওটা তো মুন্তাসিম খান-এর শক্ত ঘাঁটি!
তা আপনার প্রভু আমার থেকে কী চান?উনি কী আমাকে চেনেন?
নিশ্চয়ই চেনেন।

আমি ওনার উদ্দেশ্য তো জানি না! শুধু এটা জানি যে,উনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন গোপনে তোমাকে খুঁজে বার করার!
আর এই বার্তাটা তোমার কাছে পৌঁছে দিতে যে তুমি আমার সাথে গেলে প্রচুর সম্পদের মালিক হবে!

আমি এই উপত্যকায় এসে ঐ অশরীরী জীবদের হাতে ধরা পড়ি।আর কোনোমতে পালিয়ে এখানে চলে আসি!
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি সুস্থ আছেন!
আমি আপনার জন্যে আর কী করতে পারি বলুন?

আমাকে এত সম্মান না দিলেও চলবে।আমি ঠিক আছি।তুমি কী যাবে আমার সাথে? সেটা বল।

দেখুন,আমি এই শত্রু উপত্যকায় একা আর আমার কাছে এখন করার মত কোনো কাজও নেই।তার ওপর আপনার প্রভু আমাকে অর্থ দিতেও প্রস্তুত!তাই আর ভাবার কিছুই নেই। আমি যাব আপনার সাথে।
চলুন যাওয়া যাক।
ঐ দিকে যেতে হবে।

সিমেরিয়ানরা নারীদের সম্মানার্থে 'দেবী' বলে থাকে।কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে---
কী হয়েছে আপনার ?
আ...আমার মা...মাথটা ঘুরছে!

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে,কোনান নিজের শক্তিশালী দানবিক বাহুতে অর্ধচেতন,মেয়েটিকে তুলে নিল!
ও ভুলে যেতে চাইল গতকালের রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধের কথা!

ওর মাথায় শুধু ঘুরতে লাগল অর্থ প্রাপ্তির কথা।ওর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল নতুন অ্যাডভঞ্চারের ঘ্রাণ!
আর মন আবদ্ধ হ'ল বাহুতে থাকা সুন্দরীর শরীরী বিভঙ্গে!
কী যেন নাম মেয়েটার ?
সে যাই হোক না কেন... সেটা আর কোনানের ভাবনার বিষয় থাকল না!
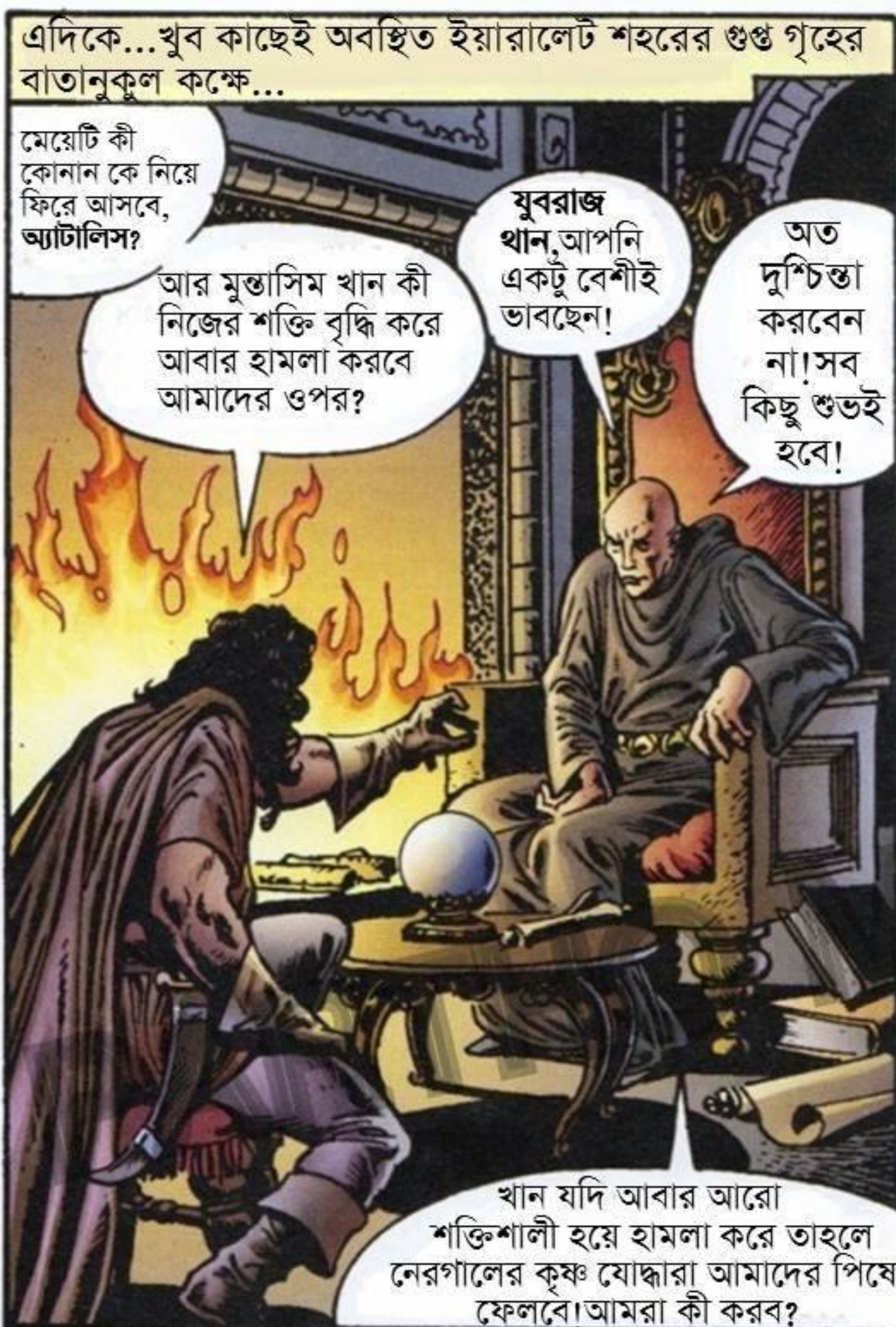
এদিকে...খুব কাছেই অবস্থিত ইয়ারালেট শহরের গুপ্ত গৃহের বাতানুকুল কক্ষে...
মেয়েটি কী কোনান কে নিয়ে ফিরে আসবে, অ্যাটালিস?
আর মুন্তাসিম খান কী নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে আবার হামলা করবে আমাদের ওপর?
যুবরাজ থান,আপনি একটু বেশীই ভাবছেন!
অত দুশ্চিন্তা করবেন না!সব কিছু শুভই হবে!
খান যদি আবার আরো শক্তিশালী হয়ে হামলা করে তাহলে নেরগালের কৃষ্ণ যোদ্ধারা আমাদের পিষে ফেলবে।আমরা কী করব?

মুন্ডিত মস্তক বৃদ্ধের কথা শোনার পরে,যুবরাজ আবার বলতে লাগলেন...
হ্যাঁ!আমি আশাবাদী!কিন্তু আমার রাজ্য তথা জনগণের সুরক্ষার কথা ভেবেই আমি শঙ্কিত!
এখনও!!

অ্যাটালিস তুমিই বল...এটা কী আমার--
আআআআহহ!!! যুবরাজ!আমি...আমি ...ইহহহহ!!
সেই ব্যাথাটা... উফফ!আমি আর পারছিনাআআআ!

তুমি ঠিক আছ তো!ব্যাথাটা কী আর আছে ?
তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে নেই!হঠাৎ শুরু হয়েই শেষ হয়ে গেল?
হ্যাঁ!যুবরাজ!প্রতিবার এমনই হয়!যত দিন যাচ্ছে ব্যাথার কষ্ট আমার কাছে নারকীয় হয়ে উঠছে।বয়সের ভারে আমি সেটা আর সইতে পারছিনা।

তোমাকে ভাল চিকিৎসকের কাছে---
না!!নাআআআ!!!
যুবরাজ! যুবরাজ থান!সেই অন্ধত্ব কী আবার ফিরে এল?

হ্যাঁ!এল!আবার পলকে চলেও গেল!
আমি আগেই বলেছি আমাদের হাতে বেশী সময় নেই!
দুজনের কী ভাগ্য!

ভাগ্য তো আমরা নিজেরাই লিখি!তাই নয় কী?
কে? কার এত স্পর্ধা?

স্পর্ধা? হ্যাঁ!ওটা আমাদের সিমেরিয়ানদের বরাবরই একটু বেশীই!
যুবরাজ!দেখ!ঐ তো মহাবলী কোনান এসে গেছে!

আমার এই গরীব প্রাসাদে তোমাকে স্বাগত জানাই সিমেরিয়ান বীর!
এস!এই নাও খাদ্য...পানীয়
আমার আদর আপ্যায়ণ পরে হবে।আগে মেয়েটির উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যাবস্থা করুন।ওনার বিশ্রামের দরকার!
আচ্ছা,বার্তা প্রেরণের জন্যে আপনাদের কী পুরুষ বার্তাবাহকের অভাব পড়েছে ?
এবার বলুন তো আমার সাথে আপনার কী দরকার!অ্যাটালিস-এটাই আপনার নাম তো?
হ্যাঁ!কোনান এটাই আমার নাম।আমরা পরে কথা বলব।তুমি আগে আহার করে বিশ্রাম নাও!
ঠিক আছে!আমি আহার করতে করতে শুনব আমাকে এখানে আনার উদ্দ্যেশ্যটা বলুন!
তোমার যা ইচ্ছে!
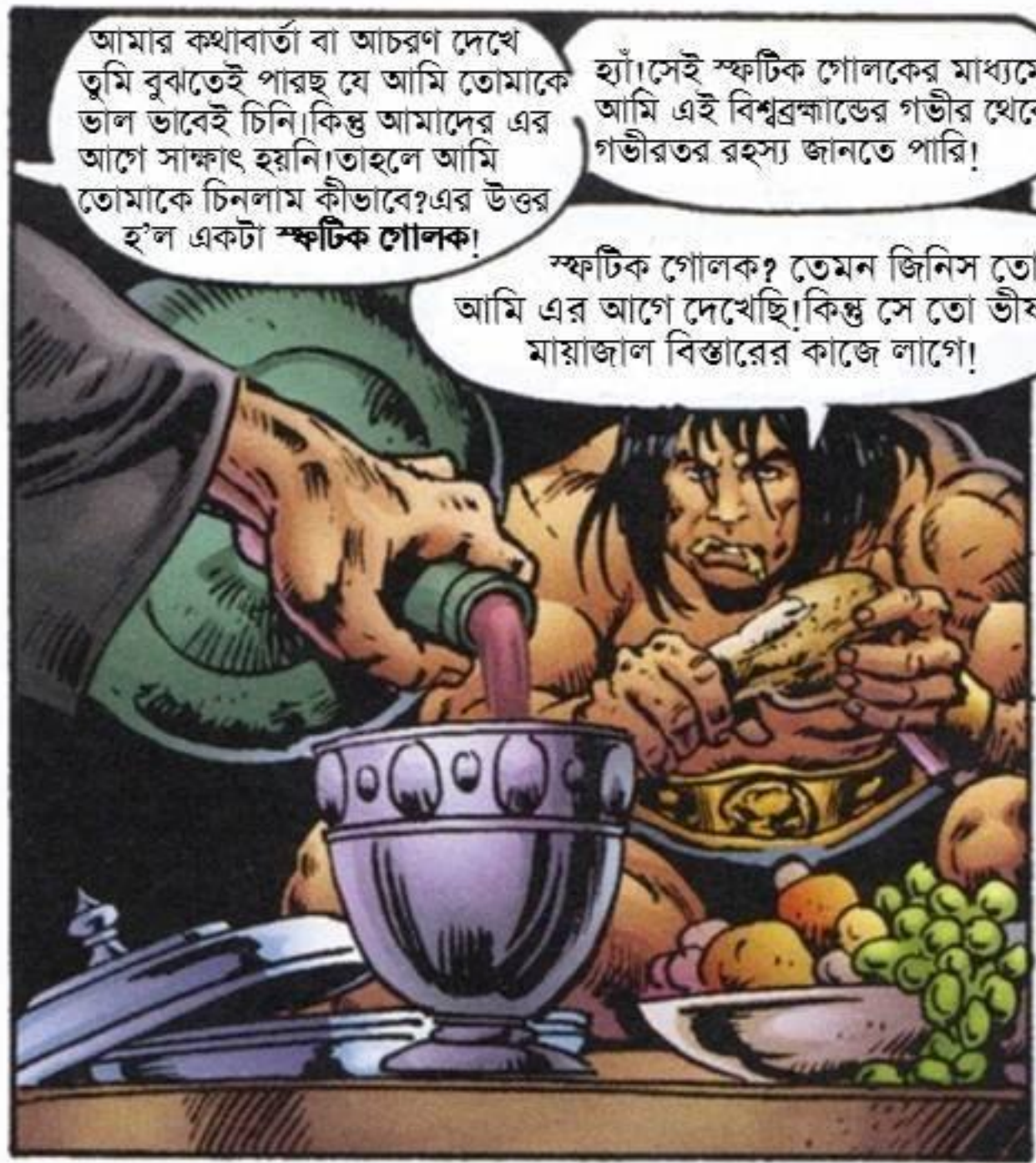
আমার কথাবার্তা বা আচরণ দেখে তুমি বুঝতেই পারছ যে আমি তোমাকে ভাল ভাবেই চিনি।কিন্তু আমাদের এর আগে সাক্ষাৎ হয়নি।তাহলে আমি তোমাকে চিনলাম কীভাবে?এর উত্তর হ'ল একটা **স্ফটিক গোলক**!
হ্যাঁ!সেই স্ফটিক গোলকের মাধ্যমে আমি এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের গভীর থেকে গভীরতর রহস্য জানতে পারি!
স্ফটিক গোলক? তেমন জিনিস তো আমি এর আগে দেখেছি!কিন্তু সে তো ভীষণ মায়াজাল বিস্তারের কাজে লাগে!
হুমম!এবার বুঝলাম ব্যাপারটা!
কিন্তু আমি কোনো ঐন্দ্রজালিক নই! সেটা আগেই বলে রাখি।আমি একজন সাধারণ দার্শনিক!যে,জ্ঞানের প্রজ্ঞার পেছনে ছুটে চলেছে।আর...
আআররহহ!
অ্যাটালিস!?
একী! আপনি কী অসুস্থ?
না!আমি অসুস্থ নই!অভিশাপ গ্রস্থ!মুন্তাসিম ইয়ারালেটের সকল জাদুকরকে হত্যা করলেও আমি দার্শনিক বলে প্রাণে বেঁচে গেছি।
কিন্তু সে আমাকে অভিসম্পাত করেছে।যতদিন আমি বাঁচব এই যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতেই হবে!
আর আমি পেয়েছি সাময়িক অন্ধত্বের অভিশাপ!
যেটা খুব শীঘ্রই আমাকে মানসিক বিকারগ্রস্থ করে দেবে!
তুমিই আমাদের এক মাত্র আশা
আমি? আমি তো ইন্দ্রজাল জানি না!
আমি যোদ্ধা! লড়াই করতে পারব।কিন্তু এই অভিশপ্ত ইন্দ্রজালকে পরাস্ত কী ভাবে করব?
সিমেরিয়ার বীর কোনান...আমি তোমাকে সেই পদ্ধতি বলব!
কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা অদ্ভুত গল্প বলব! শোন মন দিয়ে!
"সন্ধ্যা হলেই ইয়ারালেটের প্রজারা নিজেদের বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে আত্মগোপন করে থাকে।ভয়ে আতঙ্কে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে!"
"রাস্তা-ঘাট শুনশান হয়ে যায়!একটা ইতর প্রাণীও চোখে পড়েনা।মৃত্যুর নীরবতা বিরাজ করে সেই অন্ধকারে!"
"সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত শহরটা এমনই থাকে!ঠিক যেন ভূতুড়ে নগরী"
"কিন্তু বিশ্বাস ক'র,শহরটা এমন ছিলনা।একদা এই নগরীর যশ প্রতিপত্তি অন্যান্য সমৃদ্ধশালী রাজ্যেরও ঈর্ষার কারণ ছিল।এখানে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করত জ্ঞানী আর সৎ সট্রাপ মুন্তাসিম খান-এর ছত্রছায়ায়!"

"যারা সুলতানের হঠকারিতার বিরুদ্ধে কথা বলল তাদের প্রকাশ্যে হত্যা করা হল।

"এদিকে শহরে রটনা উঠল যে সুলতানের প্রাসাদের মিনার থেকে রোজ রাতে রক্তিম আলো বের হতে দেখা যায়।অনেকেই আবার বলতে লাগল যে,সুলতান নাকি নিজের শুদ্ধ আত্মাকে কোনো অন্ধকারের দেবতার কাছে উৎসর্গ করেছেন।"

"একজন অতি উৎসাহী প্রজা রাতের বেলা এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে গেলে,পরের দিন তাঁর মৃতদেহ বাজারের কাছে সিঁড়িতে পড়ে থাকতে দেখা যায়"

এই ঘটনা প্রজাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি করল।সুতানকে সবাই ভয় পেতে লাগল।সন্ধ্যের পর সকলেই বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিল।

"এই সকল ঘটনার আসল সূত্রধর হ'ল..."

স্টাইজীয়ার সেই উপহারটা---
এই হাত বা পাঞ্জার ব্যাপারে আপনি কী জানেন?
যার নাম **নেরগালের থাবা**

প্রাচীন উপকথায় বলে...
এই পাঞ্জা বহু শতাব্দী প্রাচীন।রাজা কাল-এর যুগেরও আগের!কথিত আছে পাঞ্জাটা এসেছে সরীসৃপ নগরী **ভেলুসিয়া** থেকে!
কিন্তু আমি এর থেকেও বেশী জেনেছি

-এই স্ফটিক গোলকের মাধ্যমে!
দ্য বুক অব স্কেলোস অনুযায়ী এই পাঞ্জা যার কাছেই যায়,তাকে এটা দুটো উপহার প্রদান করে।**প্রথমত** অসীম শক্তি আর...
দ্বীতিয়ত যন্ত্রনা কাতর ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

তাহলে তো কোনো নির্বোধই এটা গ্রহণ করবে...কিন্তু আমি কী করব?
তুমিই পারবে আমাদের সট্র্যাপকে এই অশুভ ইন্দ্রজালের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে!

কারণ একমাত্র তোমার কাছেই আছে সেই শক্তি!
ঐ যে তোমার গলায় ঝুলছে **"তামুষ-এর হৃদয়"**।ওটাই তোমার শক্তি!
কী?

ও তাই ভাবি,এই লকেটটা দেখতে অদ্ভুত কেন।রক্তিম উজ্জ্বল আর এত মসৃণ !
আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল যে,এতে নিশ্চয়ই কোনো শক্তি লুকিয়ে আছে! স্পর্শ করলেই অদ্ভুত লাগত!

হ্যাঁ!খান-এর প্রাসাদে প্রবেশ করার পর এই শক্তিই আমাদের সকলকে রক্ষা করবে!
ঠিক আছে আপনি যখন আশ্বস্ত করছেন তখন--আমাকে পথ দেখান! কোন দিকে যেতে হবে চলুন!
এস মহাবলী!

শীঘ্রই তিনজনকে দেখা গেল শহরের তলায় অবস্থিত অন্ধকারাচ্ছ পয়ঃ প্রণালীর সামনে ।পথ নির্দেশক ছিলেন অ্যাটালিস...
এই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সোজা আমাদের খান এর প্রাসাদের দিকে নিয়ে যাবে!
এই লকেটটা যখনই তুমি পেলে,আমি বুঝে গেছিলাম আগামীতে কী ঘটবে!কারণ...
এই 'হৃদয়' আর ঐ থাবা বা পাঞ্জাটা একে অপরের বরাবরের শত্রু!

এটা নিজেই নিজের গন্তব্যে যাওয়ার জন্যে তোমাকে বেছে নিয়েছে কোনান!
কারণ আমার যতদূর মনে হচ্ছে, 'হৃদয়' নিজের প্রতিশোধ স্পৃহাকে কার্যকর করতে উদগ্রীব!
অ্যাটালিস,মনে হচ্ছে আমরা প্রাসাদের নীচে পৌঁছে গেছি!

ওহ!আর তাই তুমিও আমাকে চয়ন করলে? কারণ আমি এই 'হৃদয়' ধারণ করেছি তাই।
হ্যাঁ!অবশ্যই।কিন্তু তার থেকেও বড় কথা তুমি বীর! তোমার বীরত্বের চর্চা আমি শুনেছি আর দেখেওছি।
দাঁড়াও!এটা ধর তো।আমাকে কিছু একটা খুঁজতে হবে।

একটা বিশেষ পাথর... এখানেই কোথাও...আহ! এই যে পেয়েছি!

উফ!অবশেষে আমরা প্রাসাদে ঢুকলাম!

নিঃশব্দে এস কোনান।ওই যে ওখানে তোমার শিকার বসে আছে। স্বপ্ন পদ্ম-র নির্যাস থেকে প্রাপ্ত সুগন্ধে ও এখন নিদ্রামগ্ন!কিন্তু ও নেরগালের ছত্রয়ায় শক্তিশালী!
ওর হাত থেকে ঐ থাবাটা কেড়ে নাও।ও শক্তিহীন হয়ে যাবে!চুপিসাড়ে যাও মহাবলী।সফল হয়ে ফের!
অপেক্ষা কীসের? যাও!
'হৃদয়' তোমাকে রক্ষা করবে।
কিন্তু আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিমেরিয়ান মহাবীর যাকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল...সে ছিল...

...সট্র্যাপ মুন্তাসিম খান...!
এর আগে কোনান মুন্তাসিমকে যে চেহারায় দেখেছিল আজ তার সেই চেহারা ছিল না।সিংহাসনে যে আকৃতিটা বসেছিল সেটাকে মানুষ না বলে রাজকীয় পোষাক পরা কঙ্কাল মনে হচ্ছিল!যার সারা দেহ ছিল রক্ত শূণ্য!হাত গুলো ছিল শীর্ণ!
যেটার একটায় মুঠো করে ধরা ছিল নেরগালের থাবা টা!
তাড়াতাড়ি কর!কাজটা কী তোমার কাছে কঠিন লাগছে?
না ঠিক তা নয় অ্যাটালিস!
কাজটা খুব সহজ!

হঠাৎ খান -এর বিভীষিকাময় চোখ দুটো খুলে গেল!আর...
শুভসন্ধ্যা। অতিথিগণ!
আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম!
হে ঈশ্বর!ও তো জেগে উঠেছে!!

হ্যাঁ!তোমাকে সাধুবাদ জানানোর জন্যেই!
শত হলেও তুমি আমার বন্ধু বলে কথা!স্ফটিকের মাধ্যমে আমার কার্যকলাপের হিসাব রাখার একমাত্র দাবীদার!
বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পাবে তুমি!

দুই বন্ধুর শোচণীয় অবস্থা দেখে কোনান আর স্থির থাকতে পারল না...ক্ষীপ্র চিতা বাঘের মতো দ্রুত বেগে হাতের উদত্ত তরোয়াল নিয়ে শত্রুর দিকে ঝাঁপাল!

এস,তোমাকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেই!প্রস্তুত হও--
NNOOOO
কে?!! কার এত স্পর্ধা যে আমার কাজে বাধা দেয় ? কে ?

যার চিৎকার সেই সট্র্যাপের দৃষ্টি,কোনানের ওপর থেকে সরানোর জন্যে দায়ী ছিল,কোনান ও যাকে দেখতে পেল সে ছিল...
হিলডিকো!?

সুশ্রী তরুণীটি ঝুঁকে পড়ল কোনানের বিশাল বক্ষের ওপর।।যদিও সময়টা প্রণয় আসক্তির নয়,তবুও হিলডিকো এমনটাই করল...কারণ...চুম্বনের জন্যে নয়...

কোনানের ঐ 'হৃদয়' কে হরণ করার লক্ষ্যে!

আর নিজের কৌশলকে পূর্ণতা দিতে--

যার ফল হ'ল-মুন্তাসিমের চোখে গিয়ে লকেটটা আঘাত করতেই ওর হাত থেকে সেই থাবাটা ছিটকে পড়ল--

ফলাফল দাঁড়াল এমন-থাবাটা আর লকেটটা মাটিতে মুখোমুখি ভাবে পড়ল...হিলডিকো ঠিক এটাই চেয়েছিল...
সময় যেন থেমে গেল

অ্যাটালিস! আমি...আমি আবার দেখতে পাচ্ছি!
আর আমিও দাঁড়াতে পারছি যুবরাজ!দেখ। সুবর্ণ সময় উপস্থিত!
ঐ দুটো যমজ তালিসমান এবার মুখোমুখি!

অ্যাটালিসের কথা শেষ হওয়ার আগেই,ঘটে গেল এক অদ্ভূত ঘটনা। নেরগালের সেই অভিশপ্ত থাবা থেকে উৎপন্ন একটা হালকা কালো ধোঁয়ায় প্রাসাদের ঘরটা ভরে যেতে লাগল। আর ঘরের আবহাওয়া অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল!
ধোঁয়া ক্রমশ বাড়তেই থাকল...ঘন থেকে ঘন হয়ে...কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

অন্যদিকে একদম বীপরিত ভাবে তামুয-এর 'হৃদয়' থেকেও বেরোতে লাগল হাজার সূর্যের সম্মিলিত তাপের শক্তি,যা ঠান্ডা আবহাওয়া কে দূরে সরিয়ে দিল।
সেই তাপও ক্রমশ বাড়তেই লাগল।
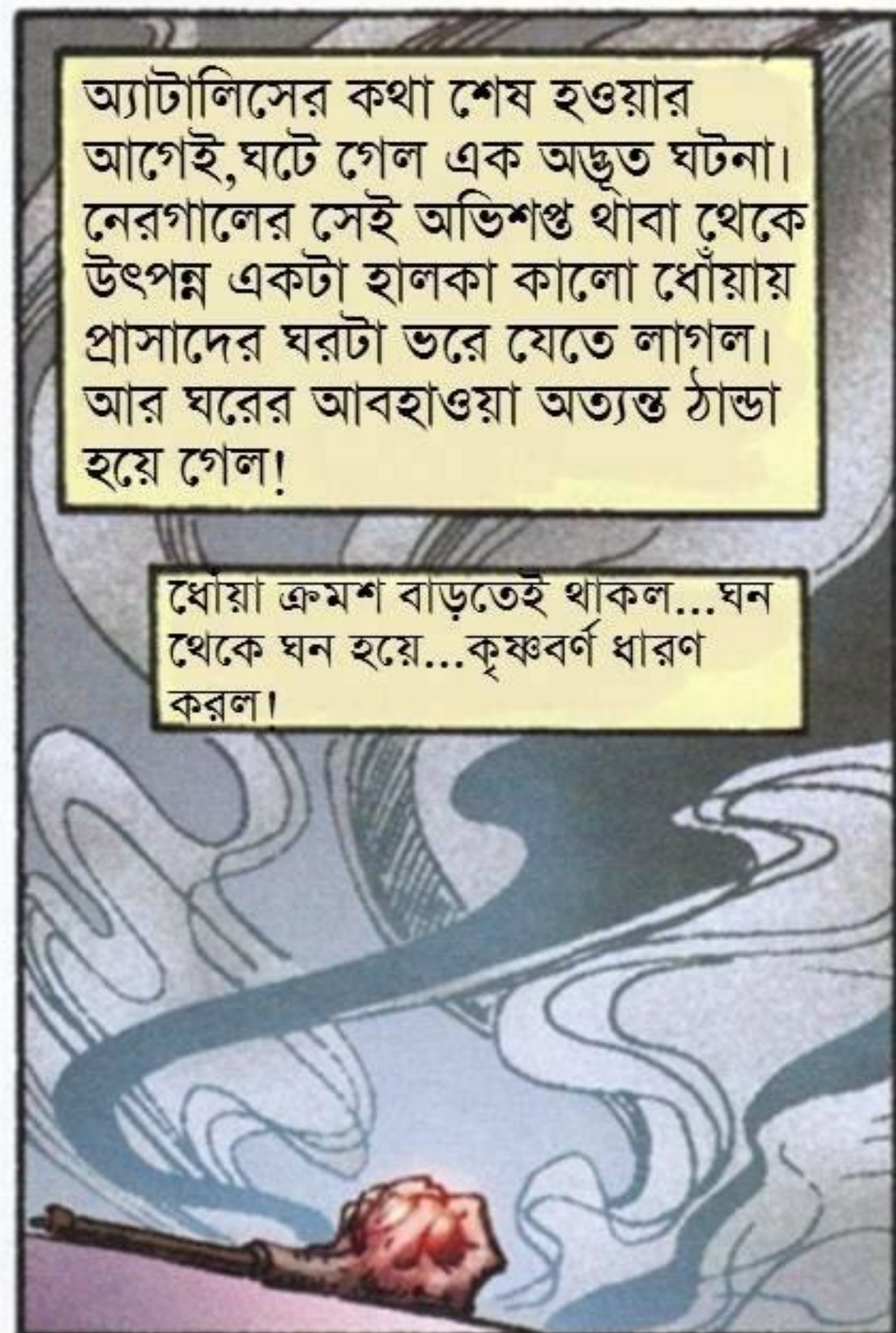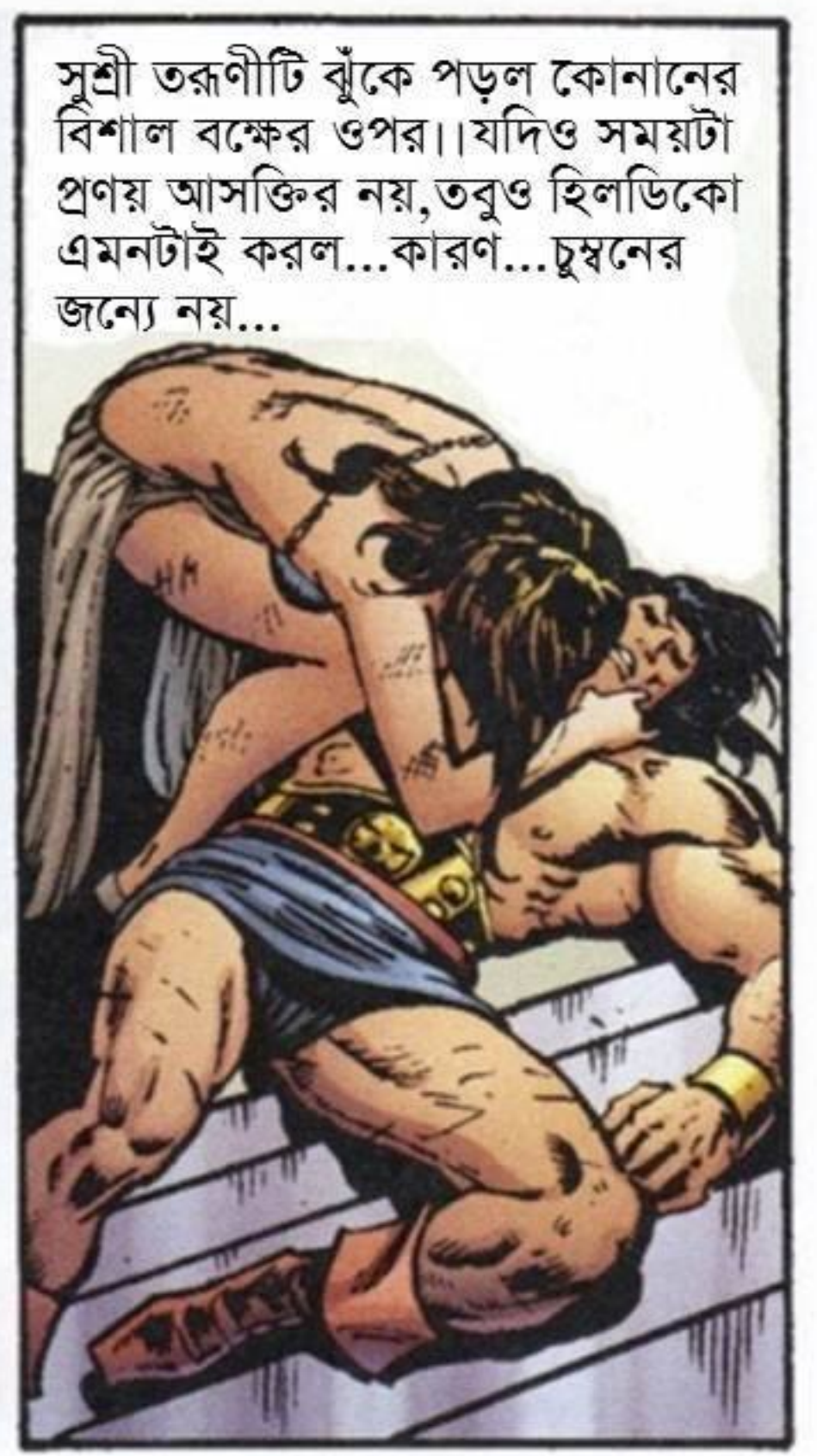
দেখতে দেখতে সেই রক্তিম আভা হঠাৎ আরও উজ্জ্বল হয়ে এক দৈত্যাকার আকৃতির রূপ ধারন করল...

সেই আকৃতিটা ছিল তামুয-এর।

অন্যদিকে ঠিক একই রকম ভাবে নেরগালের কৃষ্ণকায় অবয়ব ধোঁয়ার কুন্ডলীর ভেতর থেকে জাগ্রত হল।

হিংস্র,জান্তব,অনেকটা ভয়ঙ্কর গোরিলার মতো দেখতে সেই অবয়বটা ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগল তামুয -এর দিকে

বিশাল পর্বতের মতো সেই আকৃতি প্রাচীন গ্রীসের কলোসাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য ছিল।যাকে ইতিহাসও ভুলে গেছিল।

ওর চোখ গুলো প্রতিহিংসার আগুনে ভাঁটার মতো জ্বলছিল।

সিমেরিয়ান ওর উত্তর একটু পরেই পেল...
হাজার হাজার বজ্রনির্ঘোষের সম্মিলিত ধ্বনির মতো একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল...
ফল স্বরূপ... সাদা আলোর চাদরে মোড়া কৃষ্ণবর্ণ ধারী সেই অবয়ব পাহাড়ের মতো ভূপতিত হল... আলোর কাছে অন্ধকারের পরাজয় ঘটল!

তার ঠিক পরেই রক্তিম আভাধারী তামুষ-এর বিশাল অবয়বটা মুন্তাসিমের সিংহাসনের দিকে এগিয়ে এল...যেখানে মুন্তাসিমের প্রাণহীন নিথর শরীরটা পড়ে ছিল।

চোখের পলকে অগ্নিভ উজ্জ্বল দ্যুতির সাথেই দুটি অবয়বই অদৃশ্য হ'ল...

মহাবলী সহ বাকী তিনজনও সেই অদ্ভুত চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেল...চোখ ধাঁধানো আলোর রেশ কেটে গেলে ওরা দৌড়ে মুন্তাসিম খানের সিংহাসনের দিকে এগিয়ে এল...

কিন্তু সেখানে...দেখার মতো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না...
ছিল শুধু ছাই আর ধ্বংসাবশেষ...

প্রথম নীরবতা ভঙ্গন করল...অ্যাটালিস...
শয়তান তার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে!
অ্যাটালিস ঠিকই বলেছিল।কারণ ও জানত কী ঘটতে পারে... ওরা ধীরে ধীরে প্রাসাদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল...

" নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সাথে কোনান আবার ফিরে আসবে... খুব শীঘ্রই'-আধুনিক অরণ্য উক্তি!

কোনান স্কেচ বুক

নিম্নের চরিত্রচিত্রণ সিরিজটি বিখ্যাত আমেরিকান চিত্রকর ক্যারি নর্ড-এর "কোনান স্কেচবুক" থেকে সংগৃহীত

কুশ

বিন্ধ্য
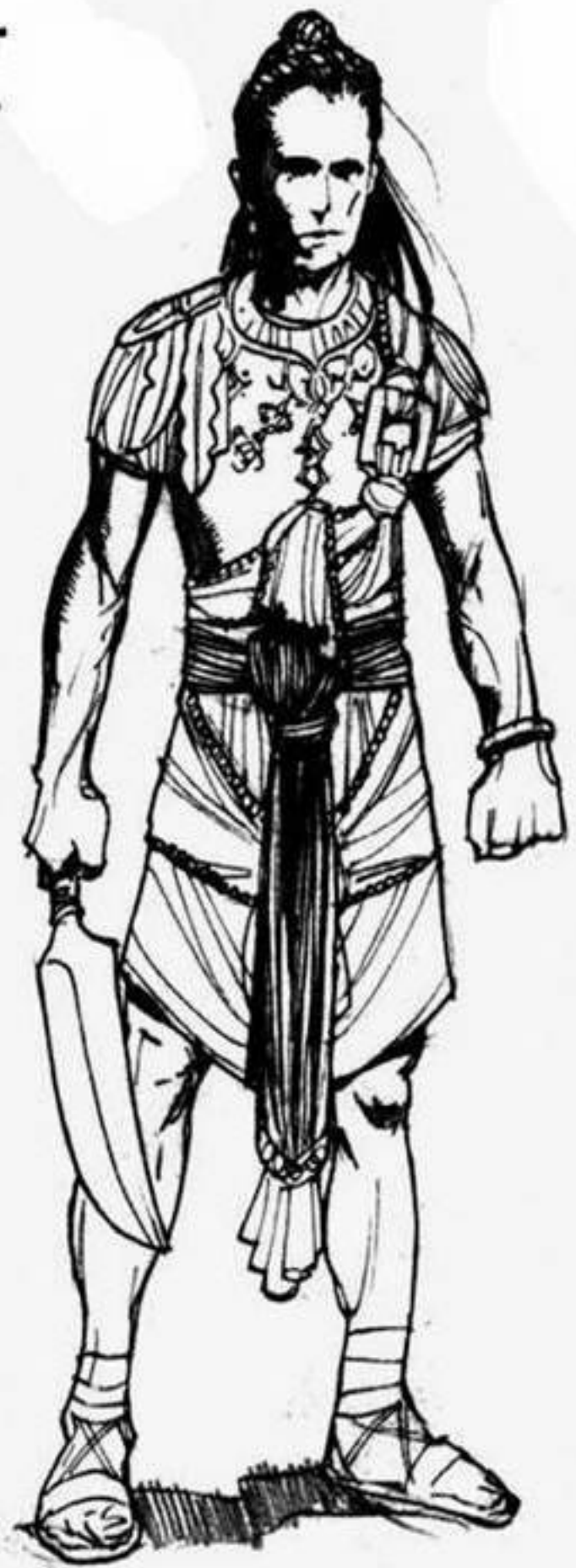
ক্যারির প্রথম দিকের একটি ড্রইং যেটা তাকে ইলাস্ট্রেটার হিসাবে চাকুরি পেতে সাহায্য করেছিল।
অ্যাকুইলোনিয়ান
হাইরকানিয়ান

কোনান দ্য বারবারিয়ান